দৈনিক বাংলা

004

তারিখ ... ১৭.৬.৮৬ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি করি নাঃ এরশাদ

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ এম এরশাদ বলেছেন, আমি ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। ছাত্রদের দিয়ে রাজনীতি করলে আমার স্বার্থের হানি হবে।

তিনি গতকাল শিল্পকলা একাডেমীতে জাতীয় ছাত্র পরিষদ পরিচালিত গ্রীষ্মকালীন ছাত্র কর্মীদলের কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কর্মসূচীতে দশ লাখ টাকারও বেশী ব্যয় করা হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, আমি চাই না নিজের সন্তান রাজনীতির পথে গিয়ে বিভ্রান্ত হোক। আমি নিজের স্বার্থে বিশ্বাস করি না, দেশের স্বার্থে বিশ্বাস করি। আমি অতীতে ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি করিনি। ভবিষ্যতেও করবো না।

তিনি বলেন, এই কর্মসূচীতে ছাত্রসমাজের সাড়া পাব, এ ভরসা ছিল না। আজ মনে হচ্ছে সে ধারণা ভুল। ছাত্রদের কিছু বোঝালে তারা বোঝে, উদ্বুদ্ধ করতে পারলে দেশের জন্যে তারা বুকের রক্ত ঢেলে দেয়।

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বলেন, ছাত্র সমাজের মধ্যে আজ সচেতনতা এসেছে। তারা আর ব্যবহৃত হবে না। নিজে-

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(প্রথম পৃঃ পর)

দের ভবিষ্যৎ তারা নিজেরাই গড়ে তুলবে।

সমাবেশে বক্তৃতাকালে জেনারেল এরশাদকে উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি বলেন, কিছু প্রতিষ্ঠান তোমাদের বিভ্রান্ত করেছে। তোমাদের ব্যবহার করে তারা মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে। তারপর তোমাদের কথা ভুলে গেছে।

তিনি বলেন, ছাত্রসমাজের সমস্যা আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না। দিনের পর দিন রাতের পর রাত আমি এনিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। রাজনৈতিক শক্তির শিকার না হয়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের গড়ে তোলার জন্যে তিনি ছাত্রসমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

জেনারেল এরশাদ বলেন, ছাত্রসমাজের সমস্যা আমার সমস্যা। তোমরা দেশকে ভালোবাসবে। আমি তোমাদের জন্যে সবকিছু করতে প্রস্তুত।

তিনি বলেন, টিভিতে দেশের সম্পদ ও সমস্যা সম্পর্কে একটি অনুষ্ঠান করার জন্যে তথ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম। কোন শিক্ষিত লোক এই অনুষ্ঠান করতে রাজী হয়নি। আমরা নিজেরাই আমাদের দেশ সম্পর্কে জানি না।

প্রেসিডেন্ট বলেন, মাটি আর মানুষের সমন্বয় ঘটাতে হবে। এটা পারে শিক্ষিত সমাজ। মাটি এবং মানুষের সমন্বয় যদি ঘটানো যায়, তবে আমরা গরীব এবং দুঃস্থ থাকবো না। গ্রামবাংলার দুঃখী মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে তিনি ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান।

ছাত্রসমাজের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা স্মরণ করে জেনারেল এরশাদ বলেন, ছাত্রসমাজ শুধু মায়ের ভাষাই প্রতিষ্ঠা করেনি তারা স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে এনেছিল। আমি জানি, নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্যে ছাত্রসমাজ আবার দরকার হলে বুকের রক্ত ঢেলে দেবে।

নিজের কলেজ জীবনের স্মৃতিচারণ করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, তখন ছাত্রসমাজ ছিল সমাদৃত, এখনকার মত বিতর্কিত ছিল না। তোমাদেরকে সমাদৃত হতে হবে। আমরা সকলে তোমাদের দিকে চেয়ে আছি। তোমরা দেশের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। দেশের মানুষকে চিনবে জানবে।

সমবেত ছাত্রদের নতুন বাংলা গড়ার প্রথম সারির সৈনিক হিসাবে অভিহিত করে তিনি বলেন, তোমরা আজ নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করছ।

প্রেসিডেন্ট ভাষণ দিতে উঠে দাঁড়ালে ছাত্ররা বর্ষা মওসুমে কাজ করার জন্যে তাদেরকে ছাতা দেয়ার দাবী জানায়। প্রেসিডেন্ট এ দাবী মেনে নিয়ে বলেন, ছাতা তোমাদের দেয়া হবে। এই ছাতা শুধু রোদ-বৃষ্টি থেকেই তোমাদের রক্ষা করবে না, আমি দোয়া করি এর দ্বারা তোমরা আপদ-বিপদ থেকেও রক্ষা পাবে। এছাড়া, গ্রামের দুঃস্থ মানুষদেরও এই ছাতার তলে আশ্রয় দেয়া যাবে।

১০ লাখ টাকা মঞ্জুর

এই কর্মসূচীতে বরাদ্দ দশ লাখ টাকা মঞ্জুরীর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই টাকা হয়তো যথেষ্ট হবে না। টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী, চ্যান্সেলরের উপদেষ্টা জাতীয় ছাত্র পরিষদের কো-অর্ডিনেটর ও ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক জনাব জিয়াউদ্দীন বাবলুও বক্তৃতা করেন। উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও শিল্পমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল।

গ্রীষ্মকালীন ছাত্র কর্মীদলের এক হাজার সদস্য আজ মঙ্গলবার দেশের একশটি উপজেলায় যাবেন। প্রতি দলে থাকবেন দশ জন সদস্য। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্র সদস্যরা গণসাক্ষরতা, জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গ্রামীণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন। তারা উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে অংশ নেবেন। অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের সম্মানী এবং সনদপত্র দেয়া হবে।